ডাকসুতে বাকেরকে সমর্থন দিয়ে সরলেন মাহিন

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান শুক্রবার জুমার নামাজের পর প্রচার শুরু করেন। এ সময় মুহসীন হলে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি সেলফি তোলেন- সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্রকাশ: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৭:০৫

- অ +

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন মাহিন সরকার। গতকাল শুক্রবার মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন স্বতন্ত্র প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’-এর জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার। এ সময় গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সমর্থিত ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

আবু বাকেরের হাত ধরে ওপরে তুলে সমর্থন জানান মাহিন। প্রতিক্রিয়ায় আবু বাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাহিন বলেন, আবু বাকের মজুমদার গণঅভ্যুত্থানের অগ্রসেনানি; আমার স্নেহের ভাই। আমি আমার সমর্থন তাঁর প্রতি ব্যক্ত করছি। শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের আবু বাকেরকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।
তিনি বলেন, এখন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই। ফলে ব্যালটে আমার নাম থাকবে। কিন্তু আপনারা বাকেরকে নির্বাচিত করলে, তা আমার বিজয় বলে সূচিত হবে। গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে সুসংহত করবেন।

সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে মাহিন গণঅভ্যুত্থানের শক্তির একতার কথা জানান। বলেন, সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম যেন নির্বাচিত হতে পারি। গণঅভ্যুত্থানের প্রতি দায়বদ্ধতা ও গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে সুসংহত করার দায়িত্ব প্রত্যেকের।
আবু বাকের মজুমদার বলেন, মাহিন আমার বড় ভাই। তিনি গণঅভ্যুত্থানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। সবার পরামর্শ ছিল আমরা যেন একত্রে এগিয়ে যাই। এ জায়গায় মাহিন ভাই বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন।

এদিকে, মাহিনের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দিন খালিদ গতকাল সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, মাহিন সরকারকে হুমকি-ধমকি দিয়ে সরানো হয়েছে। তিনি বলেন, প্যানেল ঘোষণার আগে থেকেই ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর পরও আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে নেবেন তিনি।
খালিদ বলেন, বৃহস্পতিবার মাহিন আমাকে ফোন দিয়ে জানান– তাঁর এলাকায় প্রতিনিয়ত হুমকি-ধমকি ও চাপ দেওয়া হচ্ছে। এলাকার নেতাকর্মী কান্নাকাটি করছে। ফলে তাঁর জন্য এখানে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মাহিনের সঙ্গে সেটিই আমার শেষ কথা হয়।

মসজিদে মসজিদে প্রচার

নির্বাচনের আগে গতকাল ছিল শেষ জুমা। এ দিন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে জুমার নামাজ পড়েন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। মাস্টারদা সূর্য সেন হলে নামাজ আদায় করেন ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের।
প্রচার শেষে সাংবাদিকদের আবিদুল বলেন, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে একটি গোষ্ঠী অপপ্রচারে নেমেছে; সাইবার বুলিং করছে। বারবার নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়েও ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে দাবি তাঁর।

আবদুল কাদের বলেন, গায়ে হাত তোলার চেয়েও অনলাইনে বুলিং, ব্যক্তি আক্রমণ ও গালাগাল একজনকে বেশি বিপর্যস্ত করে। ৫ আগস্টের আগে ভিন্নমত ধারণ করার কারণে অফলাইনে মারধর করা হতো; এখন অনলাইনে বুলিং করা হচ্ছে।

সাদিক কায়েম বলেন, নির্বাচনে ৩৯ হাজার ভোটারের জন্য মাত্র আটটি কেন্দ্র। এবার সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটার আসবেন। এ ব্যবস্থাপনায়

কতটুকু ভোট কাস্ট করা যাবে, তা নিয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান।

বিষয় : ডাকসু